

আমি ইংরেজীতে এই থ্রেডে এক খান লিখা পাঠাইছিলাম, মাগার - মডারেটর সাবে আমারে ধমকানি দিয়া কইছে - ‘যাহা বলিবে বাংলায় বলিবে, নচেৎ ছাপা হইবে না।’ ধমকানি খাইয়া আমি ভাবলাম, কী জ্বালা! এই কবি সভায় লিখা তো দেখি মহা ফ্যাসাদ! অনেক কিসিমের আইন কানুন আছে। মডারেটর সাবে যদিও আনুরোধ করেছে ‘রোমান হরফে’ আবার লিখা পাঠানোর লাইগ্যা, তয় একই জিনিস দুইবার টাইপ করতে কেমন লাগে। তারচেয়ে আর না লিখনই ভাল। পরে মনে হইল, কী আর হইব - অহন ম্যাজাজ মর্জি ভাল আছে, লিখা দেই দুই চাইর লাইন। মগার রোমান হরফে না, বাংলা হরফেই বাংলা লিখুম।

মানস সাব রে কই, আসলে তসলিমার এই সাক্ষাৎকারটা ইংরেজীতে নেওয়া আর অনেক আগের। কত আগের মনে নাই। সম্ভবত ফতোয়ার ঝাপটা খাইয়া তসলিমা বাংলাদেশে থেইক্যা ভাগনের পর পরই নেওয়া। এত দিন পর এই সাক্ষাৎকারটা সাপ্তাহিক ২০০০ এ ফলাও কইরা ছাপনের কোন কারণ আমি খুঁইজ্যা পাইলাম না। যাই হোক আরিজিনাল আর্টিকেলের লিংকটা এই খানে পাইবেন :

<http://www.secularislam.org/skeptics/taslima.htm>

আর একই সাক্ষাৎকার এই লিঙ্কটাতেও আছে :

http://www.secularhumanism.org/library/fi/nasrin_19_1.html

ইংরেজী ভাষনটা পড়লে বুঝবেন যে, এইটা এক্কেরে ফালতু না, বেশ কিছু ভাবনা জাগানোর মত কথা-বার্তা আছে, সাপ্তাহিক ২০০০ এর অনুবাদটা পড়লে সেই আমেজটা পাইবেন না। অরিজিনাল সাক্ষাৎকারটা পড়লে বুঝা যায় যে, এই সাক্ষাৎকারটা আসলে নেওন হইছে মূলতঃ তসলিমার বাংলাদেশে জীবন নিয়া। উনি ক্যামনে ফতোয়ার শিকার হইছে, আমিনী তার কল্লার দাম কত ধরছিল ওইগুলান লইয়া। ‘পশ্চিমা দুনিয়ার অত্যাচারের কথা তসলিমা কয় নাই কেন’ - এই ব্যাপারটা উপরের সাক্ষাৎকারের জইন্য এক্কেবারেই অপ্রাসংগিক (নন সিকুইটার যারে কয়!)।

আর তাছাড়া, ‘তসলিমা পশ্চিমা দুনিয়ার অত্যাচারের কথা একেবারেই কয় না’- এই কথাটা ঢালাওভাবে কওন ঠিক কিনা জানি না। আমেরিকা যখন আফগানিস্তান বা ইরাক আক্রমণ করছিল, আমেরিকার স্ট্যান্ড এর প্রতিবাদ করা তসলিমার বেশ কিছু প্রবন্ধ বাংলা পেপারে পড়ছিলাম বইলা এই অধমের মালুম হইতেছে। তয় এই মুহূর্তে হাতের সামনে কোন পেপার কাটিং বা ইন্টারনেটের লিংক নাই বইলা আপনাগো কাছে ‘পরমান’ দিবার পারতাছি। তয় একটা ব্যাপার কইবার পারি। তসলিমারে যেমনে ‘ইসলাম ব্যাশার’ কওন হয়, হেই

মহিলা ঠিক সেই অর্থে ইসলাম ব্যাশার না। তা হইলে তসলিমা নাইপালের সাম্প্রদায়িক কথাবার্তার প্রতিবাদ করত না। আমগো ‘বিখ্যাত’ লেখক নাইপাল এমনই এক সাম্প্রদায়িক ক্যারেকটার যেই ব্যাড়া কয় - হিন্দুরা বাবড়ি মসজিদ ভাংছে ভালাই হইছে, এইডা মুসলিম গো কৃতকর্মের ফল। তসলিমা কইলাম নইপালরে ধুইয়া অনেক লিখাই লিকছে। একটা লিখা ‘[নইপালের উন্মাসিকতা](#)’ - আপনাগো লাইগ্যা দিলাম। আর্টিকেলটা মুক্ত-মনায় তসলিমার অথার পেইজে রাখন আছে। এই লিঙ্ক থেইক্যা যাইবার পারবেন :

http://www.mukto-mona.com/Articles/taslima/Taslima_naipaul_jugantor_03_Oct.pdf

অহনে কথা হইতাছে, তসলিমার লেখা লইয়া অনেকেই সম্ভুষ্ট না, কারণ তার সব লিখাই আমার লেখার মত ‘মানোত্তীর্ণ’ না- হেঃ হেঃ ! কি আর করবেন (ফাইজলামি করলাম, আবার লিটারালি লইয়েন না)। এই দুঃখডা আমারো। ওই বেড়ীর সব লিখা পইড়া আমিও মজা পাইনা। একেক জায়গায় কি যে আবোল-তাবোল কয় আর কি যে বুঝাইতে চায়, আমার বাপেরও সাধ্য নাই বুঝন। মাগার ওইগুলান দোষ ত্রুটি কমবেশী সব লেখকেরই আছে। এমন কোনো লেখক পাইবেন না যার সবগুলো লেখাই (আমার মত) মানোত্তীর্ণ !

যাউকগ্যা, সময় বড় অল্প, তসলিমার একখান কবিতা হুনাইয়া আপাতত বিদায় হই। কবিতাখান কেমন লাগল জানাইয়েন :

ঈশ্বরকে মানুষ খেলায়, না মানুষকে ঈশ্বর,
এই দুটি প্রশ্নের পুকুরে কেউ ডোবে, কেউ ভাসে
সাঁতার জানলে ভালো কেউ কেউ অর্ধেক জীবন দেয় জলে।

জল শুধু ঘোলা হয়, পূর্ণিমায় যদিও বা তাকে বড় স্বচ্ছ মনে হয়
অসুখী পথিক এসে ঘোলা জলও নির্দিধায় দু’হাতে নাড়িয়ে যায়
আসলে মানুষ সংগোপনে তার দ্বিধাকেই অস্থির নাড়ায়।

এই ভাবে ঈশ্বর ঈশ্বর খেলা কতদিন খেলেছে মানুষ
ঈশ্বরের অধীন -নিজেকে প্রচার করে
মূলত কায়দা করে ঈশ্বরকে খেলায় মানুষ।
ঈশ্বর খেলনা হয়ে ফেরে মানুষের হাতে পায়ে-

চোখ নেই, কান নেই,কোন বর্ণ নেই

শুংখলিত নিশ্চল ঈশ্বর প্রকৃতির গালিচায় বসে কাঁদে।
মানুষের অদৃশ্য রুমাল
নিরাকার ঈশ্বরের সাতচক্ষু মোছে।

(‘খেলা’, আমার কিছু যায় আসে না)

Avijit
February 2, 2005